নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

শিক্ষা-সাহিত্য

শিক্ষার লক্ষ্য শুধু সার্টিফিকেট নয়, শিক্ষা হতে হবে দক্ষ, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির মূল হাতিয়ার।

আমাদের মনে রাখতে হবে—একটি দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে। শিক্ষার লক্ষ্য যদি শুধু সার্টিফিকেট অর্জন হয়, তাহলে আমরা সনদধারী মানুষ পাব। আর যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, চিন্তাশীল, দক্ষ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা, তাহলে আমরা একটি শক্তিশালী জাতি গড়ে তুলতে পারব।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ৩ মিনিট পাঠ



আমাদের মনে রাখতে হবে—একটি দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য যদি শুধু সার্টিফিকেট অর্জন হয়, তাহলে আমরা সনদধারী মানুষ পাব। আর যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, চিন্তাশীল, দক্ষ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা, তাহলে আমরা একটি শক্তিশালী জাতি গড়ে তুলতে পারব।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি শিক্ষা। একটি জাতি তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কীভাবে গড়ে তুলছে, তার ওপর নির্ভর করে সেই জাতির আগামী দিনের অবস্থান। বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার নিঃসন্দেহে বেড়েছে। গত কয়েক দশকে দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে, বেড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বেড়েছে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগও আগের তুলনায় সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রতিবছর অসংখ্য শিক্ষার্থী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—আমরা কি শুধু শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়াচ্ছি, নাকি সত্যিকার অর্থে দক্ষ, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করছি?

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতাগুলোর একটি হলো পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা। একজন শিক্ষার্থী একটি বিষয় কতটা বুঝেছে, বাস্তব জীবনে সেই জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করতে পারবে কিংবা কোনো সমস্যার নতুন সমাধান দিতে পারবে—তার চেয়ে পরীক্ষার খাতায় কত নম্বর পেল, সেটিই অনেক সময় সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে ভালো ফলাফল অর্জনের প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত কোচিং নির্ভরতার সংস্কৃতি। শ্রেণিকক্ষেই যদি একজন শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা পায়, তাহলে অতিরিক্ত কোচিং নির্ভরতার প্রয়োজন কমে আসবে। সাম্প্রতিক শিক্ষা বিষয়ক গবেষনায় দেখা যায়, শিক্ষক সংকট, পরীক্ষা পদ্ধতি ও মুখস্থনির্ভরতা শিক্ষার মান উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষা ব্যাবস্থা ও কর্মজগতের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান। অনেক শিক্ষার্থী দীর্ঘ সময় ধরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতার ঘাটতি অনুভব করে। তাই একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি, প্রযুক্তিনির্ভর ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এখন সময়ের দাবি।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো, শহর ও গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক শিক্ষার্থী এখনও পর্যাপ্ত শিক্ষক, বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার, প্রযুক্তি ও মানসম্মত শিক্ষাসামগ্রীর সুযোগ থেকে পিছিয়ে আছে। অথচ একটি দেশের ভবিষ্যৎ শুধু রাজধানী বা বড় শহরের শিক্ষার্থীদের দিয়ে তৈরি হয় না, প্রত্যন্ত গ্রামের একজন মেধাবী শিক্ষার্থীও দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হতে পারে।

তাই শুধু নতুন বই বা নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিই শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করতে শিখবে, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে শিখবে, প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শিখবে এবং বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে শিখবে। অপরদিকে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাকে আরও মর্যাদা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি

অর্জনই সফলতার একমাত্র পথ—এই ধারণা পরিবর্তন করা জরুরি। একজন দক্ষ কারিগরি কর্মী, প্রযুক্তিবিদ, উদ্যোক্তা কিংবা কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক দক্ষ পেশাজীবীও দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিক্ষককে শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরিয়ে আনতে হবে। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং জবাবদিহির পাশাপাশি শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ভালো শিক্ষক ছাড়া কোনো পাঠ্যক্রমই কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পারে না।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার কোনো দল বা সরকারের একক কর্মসূচি হওয়া উচিত নয়। সরকার, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজের দায়িত্বশীল সব পক্ষকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে ।

আমাদের মনে রাখতে হবে—একটি দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে। শিক্ষার লক্ষ্য যদি শুধু সার্টিফিকেট অর্জন হয়, তাহলে আমরা সনদধারী মানুষ পাব। আর যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, চিন্তাশীল, দক্ষ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা, তাহলে আমরা একটি শক্তিশালী জাতি গড়ে তুলতে পারব।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হতে হবে, দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক। আর সেই বিনিয়োগ নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। আজকের শ্রেণিকক্ষেই আগামী দিনের বাংলাদেশ তৈরি হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের শ্রেণিকক্ষ যত শক্তিশালী হবে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তত বেশি সম্ভাবনাময় হবে।